OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 91
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 732 - 736
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 732 - 736
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

গল্প-পরিসরে উত্তর-পূর্বের নির্বাচিত লোককথা : একটি পর্যালোচনা

ড. মম্পি গুপ্ত
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আর্যবিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয় (স্বায়ত্তশাসিত), গুয়াহাটি
Email ID: mompigupta@gmal.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Northeast, Folktales, indigenous communities, tribe, Identity.

Abstract

The North-Eastern region serves as the homeland for a diverse array of ethnic groups and tribes. In particular, the cultures of these indigenous communities have evolved into the distinct, intrinsic heritage of the North-East. Just as every ethnic group possesses its own unique folk-cultural traditions, the indigenous communities of the North-East—such as the Khasi, Karbi, Dimasa, and Manipuri—maintain a distinct identity defined by their specific dietary habits, rituals, beliefs, folklore, and artistic expressions.The distinctiveness of North-Eastern literature lies in several key characteristics: its geographical setting, its deep engagement with nature, the enduring consequences of the Partition, and its rich diversity in terms of folk culture and language. North-Eastern literature is by no means dominated solely by narratives concerning the lives of Bengalis; rather, the literary endeavors of Bengali writers in the region have consistently incorporated and given voice to the life stories of various indigenous communities.The folktails of various ethnic groups of northeast very popular among the people

As stories originally written in various regional languages are translated into Bengali, the body of translated literature continues to grow and enrich itself constantly. Furthermore, 'Little Magazines' play a particularly significant role in fostering and sustaining the literary landscape of the North-Eastern region.These characteristics of folklore are exemplified in the story 'Naubikau' where Bahun transforms into a bird. In the tale 'Harif and Dumaidi', the primacy of events in shaping the characters' ultimate destinies is clearly evident; the protagonists are inextricably intertwined with the unfolding incidents. Indeed, despite initially confronting various tribulations, characters such as Bahun—as well as Harif and Dumaidi—ultimately discover a path to overcome their crises. Harif and Dumaidi, in particular, experience a sweet and happy resolution to their lives. Conversely, the story 'Hazari Birpurush' shines as a quintessential example of a complete narrative; through

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 91
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 732 - 736
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

the diverse experiences of its characters, it beautifully reflects the structural unity of a story—encompassing a distinct beginning, middle, and end.

These folktales can be described as being deeply consonant with local traditions. Just as elements of the supernatural are presented as a reality within these narratives, so too do animal and bird characters play a prominent role. These folktales from the Northeast—much like the folklore prevalent among indigenous communities across the globe—circulate within society, distinguished by their own unique characteristics. Indeed, these folktales may aptly be described as the very milestones defining the cultural identity of every indigenous tribe in the Northeast.

Discussion

বিভিন্ন জাতি জনজাতির বাসভূমি উত্তর পূর্বাঞ্চল। বিশেষ করে জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি উত্তর-পূর্বের নিজস্ব ঐতিহ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্য রয়েছে একইভাবে উত্তর-পূর্বের খাসি, কার্বি, ডিমাসা, মনিপুরী প্রভৃতি জনজাতি তাদের খাদ্যাভাস, আচার, বিশ্বাস, লোককথা-শিল্প প্রভৃতি সবকিছু নিয়ে স্বতন্ত্র সত্তায় অবস্থান করছে। প্রত্যেক জনজাতি নিজস্ব বাসভূমি অসম তথা উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন প্রান্ত। তারা প্রত্যেকেই ভূমিপুত্র। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

> "গাছের শিকড় যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যে অনেক পরিমাণ জড়িত হইয়া থাকে। তাহা বিশেষ রূপে সংকীর্ণ রূপে দেশীয়, স্থানীয়। দেশের সর্ব জনসাধারণের মধ্যে উপভোগ্য সেখানে বাহিরে লোক প্রবেশ অধিকার পায়না।"[১]

উত্তর-পূর্বের জনজাতিদের লোককথাগুলো যথাযথ স্থানীয় এবং জনসাধারণের কাছে উপোভোগ্য। একসময় উত্তর-পূর্ব ছিল জঙ্গলাকূর্ণ, যাদু মন্ত্রের দেশ। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যে হয়ে যায় উত্তর-পূর্বে সাহিত্য সংস্কৃতির অন্তগহ্বরে ডুব দিলে। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভব হয়েছে সাহিত্যিকদের আপন প্রতিভাগুণে।

উত্তরপূর্বের সাহিত্য যে বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র তা হল ভৌগোলিক অবস্থান, প্রকৃতি চেতনা, দেশভাগের পরিণতি এবং লোকসংস্কৃতি ও ভাষাগত বৈচিত্রের ভিন্নতায়। উত্তর পূর্বের সাহিত্যে শুধুমাত্র বাঙালিদের জীবন কথা প্রধান হয়ে উঠেছে তেমন নয়। বাঙালি সাহিত্যিকদের সাহিত্য চর্চায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন-কথা স্থান পেয়েছে; যেমন - অঞ্জলি লাহিড়ীর উপন্যাস 'বিলোরিস' খাসি জীবন কথাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এবং খাসিদের বিশ্বাস, সংস্কার, সংস্কৃতি, উৎসবের কথাও উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। একই ভাবে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ধারাও বেগে ধাবিত হয়ে চলেছে। বিভিন্ন ভাষার গল্প বাংলা ভাষায় অনুবাদ হওয়ায় অনুবাদ সাহিত্য প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। উত্তর-পূর্বের সাহিত্যচর্চায় লিটিল ম্যাগাজিনগুলোর বিশেষ ভূমিকা আছে। সম্পাদকেরা শুধুমাত্র বিদ্যাচর্চার জন্য নয় ভালোবাসার তাগিদে নিজের প্রচেষ্টায় আজও পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছেন। বিভিন্ন পত্রিকার মধ্যে রয়েছে তুষারকান্তি সাহা সম্পাদিত 'মজলিস সংলাপ'। এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় জনজাতিদের লোককথার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে। এই পত্রিকার ২০০৫ সালে প্রকাশিত সংখ্যায় শোভনা ভট্টাচার্যের অনূদিত খাসি লোককথা 'নউবিকউ' প্রকাশিত হয়। গল্পে দেখা যায় রিডারেক শীতের ছুটিতে তার মেইরাড অর্থাৎ দিদিমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। দিদিমার কাছে গল্প শোনে সে। দিদিমা যখন কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন সে পাখি খুঁজতে বেরিয়ে যায়। তার ইচ্ছে বড় হয়ে নানা দেশের পাখি সংগ্রহ করবে। ভোরবেলায় রিডারেক বাগানের একটি গাছের ডালে ছোট্ট সুন্দর পাখি বসে থাকতে দেখে। দিদিমাকে সে পাখি ধরে দিতে বলে। দিদিমা বলেন যে এই পাখি ধরা সহজ নয় কারণ সে ভূমি স্পর্শ করবে না। এমনকি খাবার ছিটিয়ে দিলেও সে নিচে নেমে আসবে না। তাকে ধরতে হলে গাছেই ফাঁদ পাততে হবে। রিডারেক তার কারণ জানতে চায়। দিদিমা সন্ধ্যায় সেই পাখির কাহিনি তাকে শোনান। বহুদিন আগে চেরাপুঞ্জির কাছে নিউসিউলিয়া গ্রামে বাহুন নামে একটি মেয়ে ছিল। বাবাকে হারিয়ে সে সবসময়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 91
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 732 - 736
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মনের কষ্টের দিন কাটাতো। মা দ্বিতীয় করায় কষ্ট আরো বেড়ে যায়। সৎ পিতা তাকে খুব অত্যাচার করত কিন্তু বাহুন তার মাকে কিছুই বলতে পারতো না। নদীর কাছে বসে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাত তার বাবাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। একদিন বাহুন পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে জঙ্গলে কাঠ আনতে যায়। ছোটবেলা থেকেই বনে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে তার খুব ভালো লাগতো। সারাদিন প্রজাপতি আর পাখির খোঁজে ছোটাছুটি করে আনন্দে মশগুল হয়ে যায়। বাড়ি ফেরার কথা ভুলেই যায়। বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় বাড়ির কাজ পড়ে থাকে। তার মা সন্ধ্যায় মাঠের কাজ সেরে ফিরে এসে দেখে সব কাজ পড়ে আছে, প্রচন্ড রাগ হয় তার মায়ের। পবহুনকে মারধর করে এবং মুরগীর ঘরে সারারাত বন্ধ করে রাখে। একটি মুরগীকে বহুনের মা নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসতো। মায়ের প্রিয় নধর মুরগীটির গায়ের পালক একটা একটা করে ছিঁড়ে নেয়। মুরগীর খাওয়ার চাল বেটে সে পিটুলি তৈরি করে নেয় এবং তা দিয়ে নিজের শরীরের একটি একটি পালক গেঁথে নেয়। ভোরবেলায় দরজা খোলা মাত্র সে পাখির মতো উড়ে যায় এবং যেতে যেতে মাকে বলে যায় সে তার বাবার কাছে আকাশে চলে যাচ্ছে। বাবাকে খুঁজে না পেলেও গাছের ডালে ডালে উরে বেড়াবে আর কখনো সে ভুমি স্পর্শ করবে, কখনো ফিরবে না। সেদিন থেকে বাহুন খাসি পাহাড়ে নউবিকউ নামে পরিচিত। আজও খাসি পাহাড়ে এই পাখি দেখা যায় এবং লোকমুখে এই কাহিনিটিও প্রচলিত।

উত্তর-পূর্বের প্রাচীন ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর জনজাতি হল ডিমাসা। তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে কাছাড়, কার্বিয়ালং জেলায় বাস করে। ডিমাসা শব্দের অর্থ হল বড় নদীর সন্তান। ডিম অর্থ জল, সা অর্থ সন্তান। প্রকৃতির সন্তানের মতোই এরা জীবন ধারণ করে। এই সমাজে প্রচলিত লোককথার অন্যতম 'হারিফ ও ডুমাইডী'। হারিফ একজন সওদাগর। দিয়ুং নদী দিয়ে নৌকা ভাসিয়ে ডিহাংগি অঞ্চলে পসরা নিয়ে এসে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর জিনিসপত্র বিক্রি করে ফিরে যায় নিজ গ্রামে। হঠাৎ একদিন সুন্দরী ডুমাইডী সঙ্গে হারিফের দেখা হয় দু'জনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু ডুমাইডীর সাত ভাই কিছুতেই তাদের এই সম্পর্ক মেনে নিতে পারে না এবং বিয়েতে রাজি হয় না। হারিফকে তারা নানাভাবে অপমান করে। মনের দুঃখে হারিফ নৌকা ভাসিয়ে রওনা দেয়। ডুমাইডী তাকে অনুনয় বিনয় করতে থাকে সঙ্গে নেওয়ার জন্য। হারিফ ভয় পায় তাকে নিতে চায় না। ডুমাইডী তার নিজের মায়ের কাছে তার সঙ্গে যেতে বলে এবং বলে যে মায়ের বাড়ি গেলে কোন বিপদ হবে না। ডুমাইডীর সঙ্গে একজন অপরিচিত যুবককে দেখে মা প্রচন্ড রেগে যান। ডুমাইডী হারিফকে তার জীবনসঙ্গী বলে পরিচয় দেয়। মা তার সাত দাদাকে ডেকে পাঠান। আবারও দাদারা হারিফকে প্রচন্ড অপমান করে। এবারে হাড়িফ অজানার উদ্দেশ্যে রওনা হল কিন্তু ডিমাইডী হাল ছাড়েনি। তার পিছু নেয় এবং তাকে কিছুতেই যেতে দিতে চায় না। হারিফ অনেক বুঝিয়ে সঙ্গ যেতে মার বারণ করে। ডুমাইডী কোন কথাই শোনে না। হারিফ ডুমাডীকে নানান অমঙ্গলসূচক ঘটনা দেখিয়ে বলে তাদের মিলনের পথে অনেক বাধা। অমঙ্গলসূচক ঘটনা অর্থাৎ উটপাখি জলে ডুবে মরা, ডাউকিং পাখির মাথার উপরে ডেকে ওঠার মতো অঙ্গল সংকেতে ভয় পায় না। সে হারিফের সঙ্গেই যাবে। যদি হারিফ না নেয় নদীর জলে নিজেকে বিলীন করে দেবে। হারিফ বাধ্য হয়ে তাকে সঙ্গে নিতে। ডুমাইডীর পদচিহ্ন পড়তেই নৌকা উজান-গাঙ্গে ভেসে চলল, দু'জনে আপন আনন্দে এগিয়ে যেতে লাগল তাদের স্বপ্নের দেশে।

ডিমাসাদের মধ্যে প্রচলিত লোককথা খুব কম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। তবে যেগুলি পাওয়া যায় তার মধ্যে 'উত্তরণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'নামাই' (বন্ধু) বহুল প্রচলিত। এক গ্রামে অলস জুমীয়া অর্থাৎ জুম চাষী বাস করত। জুমীয়ার দু'টি পোষ্য ছিল। একটি কৃশকায় কুকুর আর একটি মোটাসোটা শূকর ছানা। এদের দু'জনের খুবই বন্ধুত্ব, কুকুরটি মালিকের সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং রাত জেগে পাহারা দেয়। শূকর ছানা খোঁয়ারে রাতে হুহু আওয়াজ করে ঘুমোত। বীজবপনের সময় এলে জুমীয়া দুজনকে ডেকে জুম জমিতে ভালো করে মই দিয়ে আসতে নির্দেশ দেয়। শূকর ছানা সমস্ত দিন কাজ করে আর কুকুরটি গাছে ছায়ায় আরাম করতে থাকে। বাড়ি ফিরে কুকুরটি এমন ভাব দেখায় যেন সারাদিন সে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে শূকর কিছুই করেনি মালিকে জানতে চায় কতটুকু কাজ হয়েছে। কুকুর বলে শূকর ছানা কাজ না করায় কাজ বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। একসপ্তাহ ধরে একই উত্তর পায়ে মালিক। দু'জনকে ডেকে বলে পরদিন যদি পুরো জমি চাষ না হয় তাহলে দু'জনকেই শাস্তি দেবে। পরদিন ভোরে দু'জনে জুম চাষ করতে গেল, শূকর ছানা সারাদিন খেটে সন্ধ্যায় মই দেওয়ার কাজ শেষ করে। কুকুর কিছু কাজ না করেই কাজের শেষে জমিতে নিজের পায়ে চিহ্ন রেখে আসে। বাড়ি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 91
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 732 - 736
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ফিরতেই জুমীয়ে জানতে চাইলো কে বেশি কাজ করল। কুকুর বলে সেই সব কাজ করেছে শূকর কিছুই করেনি। কুকুর যো সত্যি বলছে তার প্রমাণ কি জিজ্ঞাসা করতেই কুকুর পরদিন জমিতে গিয়ে দেখতে বলে। জুমীয়া বলে যে দোষী প্রমাণিত হবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। পরদিন ভোরে জুমীয়া জমি দেখতে যায় এবং দেখে সারা জমিতে কুকুরের পায়ের ছাপ। শূকরের পায়ের ছাপ কোথাও তার নজরে পড়ে না। ঘরে ফিরে কুকুরকে সাবাস জানায় এবং একটি লম্বা দা দিয়ে শূকর ছানার গলা কেটে দেয়। এরপর জুমীয়া ও কুকুর শূকর ছানার মাংস দিয়ে ভজন পর্ব শেষ করে।

উত্তর-পূর্বের অন্যতম জনগোষ্ঠীর মনিপুরী। মনিপুরী সাহিত্য, সংস্কৃতি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন মনিপুরী সংস্কৃতির প্রতি। মনিপুর অঞ্চলে বহু লোককথা প্রচলিত আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী সমাজে প্রচলিত লোককথা 'হাজারী বীরপুরুষ' বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয় 'স্রোত' সাহিত্য পত্রিকায়। গল্পে দেখা যায় মা ছেলের সংসার, মা সারাদিন অন্যের বাড়িতে কাজ করে ছেলের খাওয়া যোগায়। এদিকে ছেলে বয়স বাড়তে থাকে কিন্তু বসে বসে খেতে খেতে এমনই অলস হয়ে ওঠে যে কোন কাজকর্ম তো দূরের কথা সপ্তাহে একদিন স্নান করতেও তার আলস্য। মা নেপুরী যুবক ছেলেকে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত বকাঝকা করে, কিন্তু তার ত গায়েই লাগে না। একদিন প্রায় ভর দুপুরে ঘুম থেকে উঠে কিন্তু মা না থাকায় খাওয়ার আয়োজন হয়নি। কোন উপায় না পেয়ে একটি চোকিতে বসে কয়েকটি বেতের টুকরো জোড়া দিয়ে এক মাছি মারার বুনুনি তৈরি করে আপন মনে বসে মাছি মারতে থাকে। খেলার ছলে মাছি মারতে মারতে এক লিশিং অর্থাৎ এক হাজার মাছি মারে। ইমা অর্থাৎ মা বাড়িতে ফিরে এলে মাকে বলে রাজার কাছে গিয়ে খবর দিতে ছেলে এক হাজার জন্তু মেরেছে। রাজা খবর পেয়ো আঁতকে ওঠেন। এক লিশিং জন্তু যে মেরেছে সে অত্যন্ত শক্তিশালী। রাজা পার্ষদদের সঙ্গে আলোচনা করে সিথির করেন বীরপুরুষের পরীক্ষা নেবেন। রাজা বীরপুরুষের মাকে আর্থিক পুরষ্কার দিয়ে সম্মান জানিয়ে বিদায় দেন এবং সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে ছেলেকে বেষ্টনী করে ঘোড়ায় তুলে রাজার কাছে আনা হয়। রাজা তাকে সম্বর্ধনা জানান এবং 'হাজারী বীরপুরুষ' সম্মানে ভূষিত করে সেনাপতি পদে নিয়োজিত করলেন। সুখেই দিন অতিবাহিত করছল ছেলেটি, হঠাৎ দেশে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হল। ভার পড়ল হাজারী বীরপুরুষের ওপর। সে ভয়ে কাচুমাচু, পালাবার ফন্দি আঁটে। ঘোড়ার আস্তাবলে ঘোড়া নিতে গিয়ে এক বাঘের পিঠে চেপে বসে। সে বাঘের পিঠে বসেছে বুঝতে পেরে ভয়ে বাঘ বাঘ বলে চিৎকার করতেই জনতা ভিড় জমায়। হাজারী বীরপুরুষ বাঘের পিঠে চাবুকে ঘা মেরে ছুটতে থাকে এবং জঙ্গলের প্রান্তে এসে নেমে পড়ে। বীরপুরুষ ভয়ে এই কাজ করছিল কিন্তু বাঘও তার প্রাণ বাঁচিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুট দেয়। সবাই বীরপুরুষের জয়ধ্বনি দিতে থাকে। এরপর সত্যিই যুদ্ধের দিন উপস্থিত হয়। সে আবারও আস্তাবলে ঢুকে বলবান ঘোড়ার খোঁজ করতে থাকে কিন্তু দৃষ্টি পড়ে একটি দুর্বল ঘোড়ার প্রতি। আসলে এই ঘোড়াটি অন্য প্রজাতি সে উঠতে পারে একথা স্বয়ং রাজাও জানতেন না বিয়ের পরও যুদ্ধের সাথে ঘোড়ায় পিঠে চেপে বসতে ঘোড়া উড়তে থাকে। বীরপুরুষ ভয়ে জবুথবু হয়ে যায় আকাশ পথে উড়তে উড়তে একটি বট গাছের ডাল ভেঙে নিচের দিকে ছুড়ে দেয় এবং নসেটা ধরে নেচে নেমে আসতে চেষ্টা করে কিন্তু শত্রুরদের সব তীর সেই বট গাছের ডালে আটকে যায়। এরপর আরো একটি ডাল ভেঙে জলাশয়ের দিকে ছুঁড়ে জলাশয়ে নামার চেষ্টা করে কিন্তু দেখা যায় ডাল ভাঙতে গিয়ে সেই ডাল লেগে শত্রুপক্ষের নাক কান কেটে যায় এবং শত্রুপক্ষ ভয়ে পালিয়ে যায়। তাদের যুদ্ধে সহজেই জয় হয়। যুদ্ধে জয়ী হয়ে সত্যিকারের বিজয়ীর মতো রাজ প্রাসাদে ফিরে আসে এবং তার আহার বিশ্রামের কড়া নির্দেশ দেয়। এরপর সে ও তার মা রাজপ্রাসাদে রাজার মত আরামে দিন কাটাতে থাকে।

উক্ত গল্পগুলোকে কথা বলা যায় কিনা অবশ্যই বিচার্য লোককথার প্লটের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন –

ক. ঘটনার প্রাধান্য এবং ঘটনার সঙ্গে পাত্র-পাত্রী জড়িত হয়ে একটি পরিণতি লাভ করে।

খ. ঘটনা বিন্যাসে দেখা যায় শুরুতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। চরম মুহূর্তে উপনীত হয়ে সঙ্কট থেকে উত্তোরণ ঘটে এবং মধুর পরিণতিতে ম সমাপ্তি ঘটে।

গ. চরিত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার প্রকাশ পূর্ণাঙ্গ গল্পের মত শুরু হয় ক্লাইম্যাক্স ও উপসংহার দিয়ে শেষ হয় অর্থাৎ নায়কের সূত্রে আদি-মধ্য-অন্তের ঐক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 91
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 732 - 736
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

লোককথার এই বৈশিষ্ট্য সমূহ 'নউবিকউ' গল্পে বাহুনের পাখিতে পরিণত হওয়া। 'হারিফ ও ডুমাইডী' গল্পে তাদের জীবন পরিণতিতে ঘটনার প্রাধান্য স্পষ্ট। পাত্র-পাত্রী ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। এমনকি বাহুন ও হারিফ-ডুমাইডী প্রথম দিকে নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়েও সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেয়েছে। হারিফ ও ডুমাইডীর জীবনে মধুর পরিণতি ঘটেছে। অপরদিকে 'হাজারী বীরপুরুষ' পূর্ণাঙ্গ গল্প বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, চরিত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গল্পের আদি-মধ্য-অন্তের ঐক্য প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তর পূর্বে জনজাতির মধ্যে প্রচলিত এই লোককথাগুলোর বিশেষত্ব প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখনীয়–

> "এক শ্রেণির লোককথাকে ইংরেজিতে local tradition বলে। জার্মেন ভাষায় ইহা Sage ও ফরাসি ভাষায় tradition popularity নামে পরিচিত। ইহা অলৌকিক ঘটনার বিবরণ; তবে ইহার ঘটনা যতই অলৌকিক হউক না কেন, তাহা প্রকৃতই কোন স্থানে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস উৎপাদন করা হয়।"[৩]

উল্লিখিত লোককথাগুলি local tradition এর অনুরূপ বলা যায়। অলৌকিকতা যেমন বাস্তব তেমনি পশু, পাখির চরিত্রও প্রাধান্য পেয়েছে। উত্তর-পূর্বের এই লোককথাগুলি বিশ্বের অন্যান্য উপজাতির মধ্যে প্রচলিত লোককথার মতই আপন বৈশিষ্ট্যে জনসমাজে প্রচলিত। উত্তর পূর্বের প্রতিটি উপজাতির সত্তার মাইলস্টোন বলা চলে এই লোককথা সমূহ।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গ্রাম্যসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৩৩ - ১০৩৪
২. চৌধুরী, দুলাল, (সম্পা), বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, পৃ. ৫৩
৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩